ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস

সফল ধানবিজ্ঞানী ও লেখক

বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের একটি উক্তি দিয়ে শুরু করা যাক– If you can't explain it simply/ you don't understand it well enough.
অর্থাৎ কোনো একটা বিষয় ভালোমতো বুঝতে পারলেই যে কোনো মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। তথা ডিসেমিনেশনের সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকর মাধ্যম লেখালেখি। গবেষণার পাশাপাশি হাতে কলম তুলে নেয়া বিশাল ধৈর্য আর আত্মত্যাগের ব্যাপার। জনমানুষের কল্যাণে যে কোনো আত্মত্যাগে মাথা পেতে নেয়ার মনমানসিকতা ক'জনের আছে। যার কথা লিখতে অবতরণিকা দিচ্ছি তিনি হলেন জনপ্রিয় কৃষি লেখক, স্বনামধন্য ধানবিজ্ঞানী ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট (ব্রি)-এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। এখনো তিনি দৈনিক সংবাদে প্রতি শনিবার 'বেলা অবেলার কথা' নামক একটি নিবন্ধ লিখে চলেছেন। তা ছাড়া অন্যান্য জাতীয় বাংলা ও ইংরেজি দৈনিকের জন্যও লিখছেন। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ধান নিয়ে এত নিবন্ধ বাংলা ভাষায় আর কেউ লিখেননি। ধান বিজ্ঞানকে গণমানুষের কাছে জনপ্রিয় করার কাজটিও করে যাচ্ছেন অনেকটা নিভৃতেই। এ পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রকাশিত নিবন্ধের সংখ্যা চার শতাধিক। তা ছাড়া ধান গবেষণা, শতবর্ষের কিছু কথা ও কৃষি ও বিবিধ ভাবনা নামক দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে।
নেপোলিয়ান হিলের একটি বিখ্যাত উক্তির কথা মনে পড়ছে। The starting point of all achievement is desire। নিত্যনতুনকে জানা ও বোঝার অদম্য স্পৃহা ড. বিশ্বাসকে করেছে নন্দিত লেখক। গাছেরা কি ভালোবাসা বোঝে? গাছেরাও সন্ত্রাসের শিকার হয়– এ দুটো লেখা পড়লে মনে হবে ড. বিশ্বাসেরও স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর মতো গাছের সঙ্গে মিতালি রয়েছে। আমাদের কৃষি সংস্কৃতি, লালন ও সিরাজ সাঁই, রবীন্দ্রনাথের কৃষি ভাবনা নিবন্ধগুলো পড়লে মনে হবে তিনি কতটা প্রগতিশীল ও সংস্কৃতিমনা। সি-৪ ধান বায়ো ফর্টিফিকেশন, গ্রিন সুপার রাইস ও ভিটামিন-এ ধানবিষয়ক জটিল শব্দগুলো তার লেখনীতে হয়ে যায় সহজ-সরল ও বোধগম্য। ধান নিয়ে এত লেখা নিকট ভবিষ্যতে কেউ লিখতে পারবে কি না সন্দেহ রয়েছে।
একজন গবেষক ও প্রশাসক হিসেবেও সফল তিনি। সায়েন্টিফিক জার্নালে অর্ধশতাধিক প্রকাশনা রয়েছে। তিনি ১৯৯৪ সালে ফিলিপাইন থেকে ক্রপ সায়েন্সের ওপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০১ সালে জাপানের ইয়ামাগাটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস ৬ জুন, ১৯৮৪ সালে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে ব্রিতে যোগদান করেন। তার অধীনে এখন পর্যন্ত ১২ জন মাস্টার্স ও তিনজন শিক্ষার্থী পিএইচডি অর্জন করেছেন। ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততায় ঠাণ্ডা সহনশীল ধানের জাত ব্রি ধান৩৬ অবমুক্ত হয়।
ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস ১ জুলাই, ১৯৫৭ সালে রাজবাড়ী জেলার আন্ধারকোটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও মা ননীবালা বিশ্বাস। তার সহধর্মিণী সন্ধ্যা রানী সাহা সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে কর্মরত আছেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি এক কন্যা ও দুই পুত্র সন্তানের জনক।
ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস বলেন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট ১৬ কোটি মানুষকে খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাই প্রতিষ্ঠানটির নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত। সেই সঙ্গে আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ব্রি শুধু বাংলাদেশের নয়, সারা বিশ্বের ধান গবেষণায় নেতৃত্ব দেবে কোনো একদিন।

মনিরুজ্জামান কবির
লেখক ও গবেষক

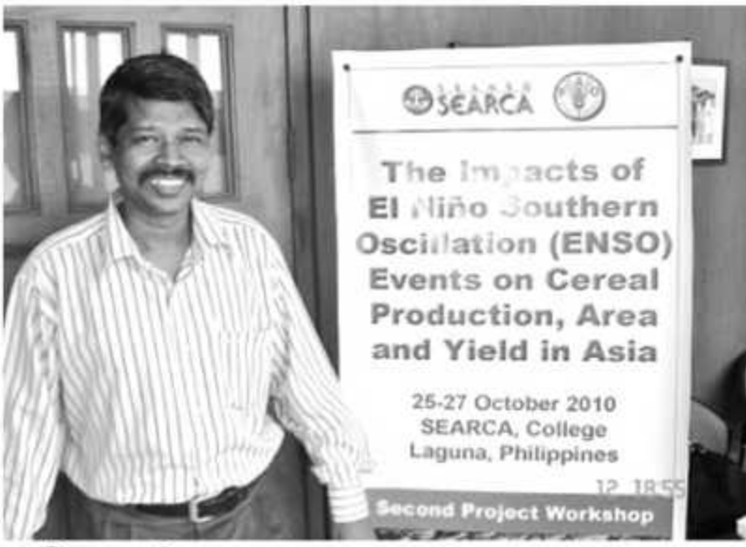

ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস